কালের কণ্ঠ

তারিখ : 20 APR 2014

পৃষ্ঠা : [illegible] 2

আকাশে মেঘ জমলে বিদ্যালয় ছুটি

শরীয়তপুরে ১০৮ সরকারি প্রাথমিকে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন

আবদুল আজিজ শিশির, শরীয়তপুর ▶

শরীয়তপুর জেলার ছয় উপজেলায় ৬৬৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১০৮টির ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। এর মধ্যে ১০টি বিদ্যালয় রয়েছে অতিঝুঁকিপূর্ণের তালিকায়। বিকল্প ভবন না থাকায় শিক্ষকরা পড়েছেন বেকায়দায়। এসব ঝুঁকিপূর্ণ ও অতিঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই চলছে পাঠদান। সরেজমিনে চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘুরে খোলা আকাশের নিচে পাঠদানের দৃশ্য দেখা গেছে। এই বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, আকাশে মেঘ জমলেই ছুটি দেওয়া হয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ভবন দেবে যাওয়া, ছাদ ও দেয়ালের প্লাস্টার ভেঙে পড়া ও পিলার ভেঙে যাওয়ায় ৯৮টি বিদ্যালয়ের ভবনকে ইতিমধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে এলজিইডি। ঝুঁকিপূর্ণের তালিকায় রয়েছে সদরের ১৬, ডামুড্যার ১৬, ভেদরগঞ্জের ১৩, জাজিরার ১৫ ও নড়িয়া উপজেলার ৩৮টি বিদ্যালয়ের ভবন। বিকল্প ভবন না থাকায় বাধ্য হয়ে পরিত্যক্ত শ্রেণীকক্ষের ভেতর এবং অনেক বিদ্যালয়ে খোলা মাঠে পাঠদান চলছে। রোদে পুড়ে ও বৃষ্টিতে ভিজে শিক্ষাগ্রহণ করছে শিক্ষার্থীরা। এ কারণে অসুস্থ হয়ে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসতে পারছে না অনেকে। ভবন ধসে পড়ার আতঙ্কে অনেক অভিভাবক সন্তানদের বিদ্যালয়ে আসতে দিচ্ছেন না। এ ছাড়া জেলার ১০টি বিদ্যালয় ভবনকে অতিঝুঁকিপূর্ণ দেখিয়ে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

সরেজমিনে গত বৃহস্পতিবার ভেদরগঞ্জ উপজেলার উত্তর মহিশার শহীদ আক্কাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, চৈত্রের প্রখর রোদে মাঠে খোলা আকাশের নিচে বেঞ্চে বসে আছে শিক্ষার্থীরা। সামনে দাঁড়িয়ে পাঠদান করছেন প্রধান শিক্ষক রোমান সরদার ও সহকারীরা। বিদ্যালয় ভবনটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে আছে। তিন মাস আগে ছাদ থেকে প্লাস্টার খসে পরে হাতে আঘাত পায় তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র আরমান ও ছাত্রী ঝরনা আক্তার নামে দুই শিক্ষার্থী। এরপর থেকে বিদ্যালয়টিতে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান চালানো হচ্ছে।

একই চিত্র দেখা গেছে, দারুলুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোসাইর হাট উপজেলার ৩১ নম্বর চরজালালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সদর উপজেলার আটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে। ভবন ধসে দুর্ঘটনায় যাতে প্রাণনাশের মতো ঘটনা না ঘটে, তাই খোলা আকাশের নিচে পাঠদানের পথ বেছে নিয়েছেন শিক্ষকরা। মেঘের গুড়গুড় শব্দ হলেই শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে ছুটির ঘণ্টা বেজেছে।

চরজালালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী নুরুননাহার ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র আসিফ বলে, 'রোদে বসে আমাদের ক্লাস করতে অনেক কষ্ট হয়। একটা ক্লাস নিলে আর বসে থাকতে পারি না। মেঘের শব্দ হলে আমাদের স্কুল ছুটি হয়ে যায়। আমাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়।'

শহীদ আক্কাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র দীপ বলে, 'মেঘে ডাক দিলে আমাগো আর পড়ন লাগে না। আমরা বাড়িতে যাইগা। আমাগো স্কুল ভাঙা, আমরা কি করুম?'

চর জালালপুর গ্রামের অভিভাবক নুরুজ্জামান শেখ বলেন, 'ভবন না থাকায় খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করতে গিয়ে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই আমার মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে ভয় হয়।'

শহীদ আক্কাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোমান সরদার বলেন, 'ভবনটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েক দিন আগে ছাদের প্লাস্টার খসে দুই শিক্ষার্থী আঘাত পেয়েছে। বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে আমরা খোলা আকাশের নিচে পাঠদান শুরু করেছি।'

চরজালালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজ মিয়া বলেন, 'ভবনটির পিলার খসে পড়েছে। এর মধ্যে ক্লাস নিতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে? তাই বাইরে পাঠদান করছি।'

দারুলুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলতাফ হোসেন বলেন, 'ভবনটির একটি অংশ দেবে গেছে। তাই বাইরে পাঠদান করছি।'

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলেয়া ফেরদৌসী শিখা জানান, জেলার শতাধিক বিদ্যালয়ের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে প্রকৌশলীরা। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান চলছে। বিদ্যালয়গুলোর তালিকা প্রস্তুত করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তবে এখনো কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।